ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জ কমলে ছোট প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে: প্রভাব পড়তে পারে জাতীয় অর্থনীতিতে, বাধাগ্রস্ত হবে সুষম ও সমতাভিত্তিক টেকসই উন্নয়ন

জিডিপিতে ক্ষুদ্রঋণের অবদান প্রায় ৭.৮৫%। টেকসই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষ যাতে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র হতে স্থায়ীভাবে বের হয়ে আসতে পারে, সেই লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো গত প্রায় চার দশক ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মায়া (মায়া, মেক্সিকো ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১) ঘোষণার অংশ হিসেবে আর্থিক সেবার বাইরের দুই বিলিয়ন মানুষকে এই সেবার আওতায় আনার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করছে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান। ২০০৬ সালে এমআরএ (মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো অথরিটির নিবিড় তত্ত্বাবধানেই তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শুরুতে ঋণের সার্ভিস চার্জ ২৭% নির্ধারণ করা হলেও, অতি সম্প্রতি এটি কমানোর চেষ্টা চলছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক গঠিত একটি কমিটি বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জের হার পুনর্মূল্যায়ন করছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে উক্ত কমিটির একটি সভা এবং কস্ট এনালাইসিসের জন্য গঠিত সাব-কমিটির একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জের হার কমানো হলে ছোট ছোট সংস্থাগুলো আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের যৌক্তিকতা ও বিশ্লেষণ এখানে তুলে ধরা হলো:

১. এমআরএ-র সর্বশেষ তথ্যানুয়ায়ী, দেশে এই মুহূর্তে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থার সংখ্যা ৬৫৯ (সূত্র: এনজিও-এমএফআইস ইন বাংলাদেশ, ভলিউম-২০১৫, এমআরএ কর্তৃক প্রকাশিত)। ঋণ গ্রহণকারী মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন কোটি এবং কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় দুইলক্ষ। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার শাখার সংখ্যার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়।

শ্রেণি	শাখার সংখ্যা
খুব ছোট	০১-১০
ছোট	১১-৩০
মাঝারি	৩১-৯৯
বড়	১০০ এর বেশি
বৃহৎ	ব্রাক, আশা

পিকেএসএফের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো ২৫% এর বেশি নেয় না। অর্থাৎ ৬৫৯টি সংস্থার মধ্যে ২২০টি নিচ্ছে ২৫% এবং অবশিষ্ট ৪৩৯টি (অর্থাৎ ৬৭% সংস্থা) নিচ্ছে ২৭%। এই ২৫% এবং ২৭% কে সাধারণভাবে গড় করে আমরা বলতে পারি বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণে সার্ভিস চাজের হার ২৬%

২. এমআরএ ক্ষুদ্রঋণে সার্ভিস চার্জের হার ২৭% পর্যন্ত বেঁধে দিলেও পিকেএসএফের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো ২৫% এর বেশি সার্ভিস চার্জ নেয় না। বর্তমানে পিকেএসএফের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২২০। অর্থাৎ ৬৫৯টি সংস্থার মধ্যে ২২০টি নিচ্ছে ২৫% এবং অবশিষ্ট ৪৩৯টি (অর্থাৎ ৬৭% সংস্থা) নিচ্ছে ২৭%। এই ২৫% এবং ২৭% কে সাধারণভাবে গড় করে আমরা বলতে পারি বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণে সার্ভিস চার্জের হার ২৬%।

৩. উল্লিখিত ৬৫৯টি সংস্থার মধ্য হতে নমুনাভিত্তিক ১০টি করে মোট ৪০টি (খুব ছোট, ছোট, মাঝারী এবং বড়) এবং বৃহৎ শ্রেণীর ব্রাক ও আশাসহ মোট ৪২টি সংস্থার গড় আর্থিক বিশ্লেষণে দেখা যায়-

শ্রেণী	সংস্থা	গড় মোট পরিচালন ব্যয় (প্রতি ১০০ টাকায়)	গড় আয় (প্রতি ১০০ টাকায়)	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্তের হার %	মন্তব্য
খুব ছোট	৫০৫	২৩.৪৫	২৬.০০	২.৫৫	৯.৮০%	৭৭% সংস্থা এই শ্রেণীভুক্ত
ছোট	৯১	১৯.৪৮	২৬.০০	৬.৫২	২৫.০৭%	১৪% সংস্থা এই শ্রেণীভুক্ত
মাঝারী	৪০	২০.১৪	২৬.০০	৫.৮৬	২২.৫০%	৬% সংস্থা এই শ্রেণীভুক্ত
বড়	১৮	২০.৪০	২৬.০০	৫.৬০	২১.৫০%	৩% সংস্থা এই শ্রেণীভুক্ত
বৃহৎ	০২	১৩.৯৫	২৬.০০	১২.০৬	৪৬.০৮%	০.৫০%এর কম সংস্থা এই শ্রেণীভুক্ত
মোট	৬৫৯	১৯.৪৮	২৬.০০	৬.৫১	২৫.০৩%	

৪. উপরোক্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরে গড় উদ্বৃত্তের হার ২৫.০৩%। ছোট থেকে বৃহৎ সবাই এই সীমার মধ্যে থাকলেও খুব ছোট সংস্থার গড় উদ্বৃত্তের হার মাত্র ৯.৮০%। এর সাথে মূল্যস্ফীতি (প্রায় ৭%) সমন্বয় করলে এই হার দাঁড়ায় প্রায় ২.৮০%। অথচ এই শ্রেণী (৫০৫টি সংস্থা) মোট সেক্টরের প্রায় ৭৭% প্রতিনিধিত্ব করছে।

৫. ছোট সংস্থাগুলো স্থানীয়ভাবে কাজ করলেও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতা বিবেচনা করলে বড়দের চেয়ে তারা কোন অংশে পিছিয়ে নেই, বরং স্থানীয়ভাবে কাজ করার কারণে এদের দায়বদ্ধতা অনেক

বেশি। ছোট প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

ক) উপকূল, হাওড় কিংবা পাহাড়ের অতি দুর্গম এলাকায় ছোটদের সম্পৃক্ততা বেশি।

খ) উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সর্বোপরি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ছোটদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

গ) তাছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমেও এরা পিছিয়ে নেই, বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

ঘ) দুর্যোগের সময় এরা খুব দ্রুত সাড়া প্রদান করে এবং দুর্গত এলাকায় পৌঁছে আক্রান্তদের সাহায্য করে।

৬. ব্যাংক বা পিকেএসএফের কাছ থেকে অবাধ আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে না পারার কারণে ছোট সংস্থার পোর্টফোলিও এবং আয় কম, কিন্তু ব্যয়ের হার প্রায় বড় সংস্থার সমান। দুর্গম এলাকায় ক্ষেত্র বিশেষে সমতলের চেয়ে পরিচালন ব্যয় বেশি। তাছাড়া সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উম্মুক্ত সঞ্চয় আদায়ে (গ্রামীণ ব্যাংকের মত) প্রতিবন্ধিকতা থাকায় ছোট সংস্থাকে উচ্চ সুদে তহবিল সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়া দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় কর্মরত সংস্থার দুর্যোগের আঘাতের ফলে ঋণ কার্যক্রমের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার সক্ষমতাও অন্যদের তুলনায় কম। তাই, ক্ষুদ্র ঋণকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ খাত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ছোট সংস্থাগুলোকে প্রাধান্য দেয়া একটি সময়ের দাবি এবং অপরিহার্য।

৭. ২০০৬ সাল থেকে ছোট-বড় সকল সংস্থাই এমআরএ-র নিয়মানুযায়ী ২৭% হারে সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করছে, গত দশ বছরে লভ্যাংশ হারে আয় না বাড়লেও তাদের পরিচালন ব্যয় বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। পোর্টফোলিও বাড়িয়ে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ব্যয় সমন্বয় করা গেলেও ঝুঁকিও বাড়িয়েছে সমানুপাতিক হারে। এই ঝুঁকি মোকাবেলার সামর্থ্য বড়দের থাকলেও ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর খুব একটা নেই। যে কোন কারণেই হোক ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর খুব একটা ভারসাম্যপূর্ণ নয়। প্রথম ১০টি সংস্থার পোর্টফোলিও মোট পোর্টফোলিওর প্রায় ৮৫%। অর্থাৎ বড় এবং ছোট সংস্থার আর্থিক সক্ষমতার তারতম্য অনেক বেশী।

৮. ক্ষুদ্রঋণে সার্ভিস চার্জের বৈশ্বিক চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আফ্রিকায় এই হার ৩১%, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২৯%, ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ায় ২৮%, ক্যারিবিয়ান ও ল্যাটিন আমেরিকায় ৩০%, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ৩০% দক্ষিণ এশিয়ায় ২৭%। (সূত্র: Microcredit Interest Rates & Their Determinants 2004-2011 by CGAP)

৯. ইকোনোমিস্ট ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের তথ্যমতে, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ২০%। সার্ভিস চার্জের হার কমানো হলে এই সেক্টরের ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা দেশের অথনীতিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে বৈকি। তাছাড়া ছোট সংস্থাগুলো ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদী) পরিচালনা করত সেগুলোও বাধাগ্রস্থ হবে। পাশাপাশি সেক্টরের ভারসাম্যহীনতাকে আরো বাড়িয়ে দিবে, এরফলে ছোটরা আরো ছোট হয়ে যাবে। তাই, ক্ষুদ্র ঋণকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ খাত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ছোট সংস্থাগুলোকে প্রাধান্য দেয়া একটি সময়ের দাবি এবং অপরিহার্য, বিশেষ করে সমতা ও সুষম বিকাশের স্বার্থে ।

সার্ভিস চার্জের হার অপরিবর্তিত রেখে দারিদ্র্য নিরসনে স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়া ছোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানো গেলে জাতীয় অর্থনীতিতে এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান অক্ষুণ্ন থাকবে।

■■■

ছোট সংস্থাগুলো স্থানীয়ভাবে কাজ করলেও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতা বিবেচনা করলে বড়দের চেয়ে তারা কোন অংশে পিছিয়ে নেই। বরং স্থানীয়ভাবে কাজ করার কারণে এদের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি।

■■■

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ:

তারিক সাইদ হারুন (০১৭১৩৩২৮৮৩৫) শোভা রাণী মণ্ডল (০১৭১২৮৯৪৪৪৬), মোঃ রফিকুল ইসলাম (০১৬৭১৪০৪৯৯৬), তাজুল ইসলাম (০১৭১১৩৫৪৮২১), শাহিন আক্তার ডলি (০১৭১১৫৪১৪৫৩), আব্দুল বারী (০১৯১১৩৫৭৭৫৬), আরজুমান বেগম (০১৭৬২৪৯৯৫৮৭), মোঃ রফিকুল ইসলাম (০১৭১৫২০৪৪৩১), মো: মমিন হোসেন (০১৭১১৪৫৬৮১৩), মো: আলমগীর (০১৮১৮২০৯১১০), মো: মজিবুল ইসলাম ফারুকী (০১৭১২২০৪৪৭৩), মো: শামসুল আলম (০১৮৫৫৯৫১৯০০), মো: মজিবর রহমান (০১৭১২৬০৬৯২৫)